প্রথম আলো

তারিখ 2 2 JUL 2009
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

হাজী দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

ডিনকে লাঞ্ছিত করায় পাঁচ শিক্ষার্থী সাময়িক বহিষ্কার

দিনাজপুর অফিস ●

দিনাজপুরের হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অনুষদের শেষ বর্ষের পাঁচ ছাত্রকে ছয় মাসের জন্য বহিষ্কার করা হয়েছে। কৃষি অনুষদের ডিন ও রেজিস্ট্রার রফিকুল ইসলাম মাহমুদকে লাঞ্ছিত করে তাঁর কার্যালয় ভাঙচুর করার অভিযোগে কর্তৃপক্ষ গত সোমবার এ ব্যবস্থা নেয়।

বহিষ্কৃত শিক্ষার্থীরা হলেন মো. আতিকুর রহমান, আরিফুল ইসলাম, দেবদাস কুমার মোহন্ত, মো. জাকারিয়া হোসেন শাহ ও ইফতেখারুল উম্মাহ। তাঁরা সবাই ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত বলে জানা গেছে।

প্রক্টর মো. রুহুল আমিন *প্রথম আলোকে* বলেন, আজ থেকে কৃষি অনুষদের লেভেল চার সেমিস্টার এক ব্যাচের চূড়ান্ত পরীক্ষা হওয়ার কথা। ১৩১ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ১০ জন ছাড়া বাকি সবাই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরীক্ষার ফরম পূরণ করেন। এই ১০ জন শিক্ষার্থীর দাবির মুখে ফরম পূরণের সময় একাধিকবার বাড়ানো হয়। কিন্তু গত মার্চে সর্বশেষ সময়সীমা শেষ হলেও তাঁরা ফরম পূরণ করেননি।

প্রক্টর জানান, গত রোববার সকালে ওই পাঁচ শিক্ষার্থী কৃষি অনুষদের ডিনের কার্যালয়ে গিয়ে ডিন রফিকুল ইসলামের কাছে ফরম পূরণের সুযোগ দাবি করেন ও পরীক্ষা পেছাতে বলেন। ডিন দাবি মানতে অস্বীকৃতি জানান।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, সোমবার বেলা সাড়ে ১০টার দিকে ওই পাঁচ ছাত্র আরও ১৫-২০ জন শিক্ষার্থীকে নিয়ে একাডেমিক ভবনের সামনে বিক্ষোভ মিছিল করেন। এ সময় ডিনের উদ্দেশে অশ্লীল স্লোগান দেন তাঁরা। দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে তাঁরা আবার ডিনের কার্যালয়ে যান। পরীক্ষা না পেছানোর জন্য ডিনের সঙ্গে অশ্লীল ভাষায় কথা বলেন তাঁরা। ডিনকে তাঁরা লাঞ্ছিত করেন এবং তাঁর চেয়ার, টেবিল, কার্যালয়ের সোফাসহ বিভিন্ন আসবাবপত্র ভাঙচুর করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা জানান, বেলা দুইটায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড ফুড প্রসেসিং ইঞ্জিনিয়ারিং এবং মৎস্য অনুষদের বিভিন্ন বর্ষের সেমিস্টার ফাইনাল পরীক্ষা শুরু হয়। বহিষ্কৃত ছাত্ররা পরীক্ষার হলে গিয়ে সাধারণ শিক্ষার্থীদের খাতা নিয়ে নেন এবং পরীক্ষার হল থেকে বের করে দেন। ভণ্ডুল করে দেন পরীক্ষা।

ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য মো. রুহুল আমিন জানান, ঘটনার পরপরই তিনি বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ও হল সুপারদের নিয়ে জরুরি সভা ডেকে ঘটনা পর্যালোচনা করেন। বিকেল সাড়ে তিনটার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলের জরুরি সভা ডাকা হয়। সভায় রফিকুল ইসলামকে লাঞ্ছিত করে তাঁর কার্যালয় ভাঙচুর এবং শৃঙ্খলাবিরোধী কর্মকাণ্ডে অংশ নেওয়ার অপরাধে ওই ছাত্রদের বিশ্ববিদ্যালয়, হল ও ক্যাম্পাস থেকে ছয় মাসের জন্য বহিষ্কার করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

এ ব্যাপারে বহিষ্কৃত শিক্ষার্থীদের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু তাঁদের মোবাইল ফোন বন্ধ থাকায় যোগাযোগ করা যায়নি।